বিষয়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২০ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সভা কক্ষ সভার উপস্থিতি 'পরিশিষ্ট-ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতে জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে উপস্থিত সকলকে সভায় স্বাগত জানান।

অতঃপর তিনি জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন, সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো-কে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক, ওয়ারপো'র ভিশন, মিশন, কার্যাবলী ও অর্জন সম্পর্কে পরিচালনা বোর্ড-কে অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচী-২: পরিচালনা বোর্ডের ১৫তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

বিগত ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র পরিচালনা বোর্ডের ১৫তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৩: পরিচালনা বোর্ডের ১৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

পরিচালনা বোর্ডের ১৫ তম সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, গত সভার (১) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "কোন সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূ-গর্ভস্থ পানি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ফলাফল" পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হচ্ছে। (২) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "ওয়ারপো'র আর্কাইভে সংরক্ষণকৃত মূল্যবান তথ্যাদির উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা" পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভায় উপস্থাপন করা হবে। (৩) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালনা বোর্ডের নিয়মিত সভা প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে। (৪) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬৪ জেলায় জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে মতবিনিময় কর্মশালা চলমান আছে। পরিচালনা বোর্ডের ১৫তম সভার পর ইতোমধ্যে জেলা কমিটির সদস্য, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ছয়টি জেলায় যথাক্রমে বরিশাল, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর, খুলনা এবং বান্দরবন এ ছয়টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৫) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র দেশে (৫৪ জেলায়) পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ সংক্রান্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিগত ১০/০৬/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। (৬) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "পানি সম্পদ উন্নয়ন

প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাই প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা জানুয়ারী ২০১৯ সালে শুরু হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২১ সালে সমাপ্ত হবে। (৭) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার কারিগরী সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (টিএপিপি) এর খসড়া প্রনয়ন পূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৮) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে Industrial Water Use Policy এর চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতির (Industrial Water Use Policy) (ইংরেজি ভার্সন) খসড়াটি অনুমোদন করেছে। খসড়াটির বাংলা অনুবাদ প্রস্তুতপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৯) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণকল্পে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এ তফসিলভুক্তকরণে বিগত ২১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে একটি মতবিনিময় বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ওয়ারপো-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় পানি সম্পদ ও পানিখাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এ তফসিলভুক্তকরণে প্রসিকিউশন প্রস্তাব চুড়ান্ত করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ে শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। (১০) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়ারপো কর্তৃক পরিবেশ, প্রতিবেশ, সহনীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য "Water Smart Urban Development with low environmental Impact" বিষয়ে একটি Policy Concept note প্রস্তুতপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (১১) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের ০৭টি বিভাগীয় শহরে ওয়ারপো'র বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে পত্র দেয়া হয়েছে। রাজশাহী, ময়মনসিংহ জেলা ব্যতিত কক্ষ বরাদ্দের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। (১২) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা কার্যালয় চত্বরে একই সীমানা প্রাচীরের ভিতরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত খালি জায়গায় ওয়ারপোর অফিস ভবন নির্মাণের জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। (১৩) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে গভর্নিং বোর্ডের সদস্যদের সম্মানীর হার ৫০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এ গভীর নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় যে, অপরিকল্পিত গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অব্যহত রয়েছে। সদস্য (সচিব) (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত দেশে কার্যকর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করেন। তিনি ওয়ারপো'র ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে ওয়াটার লেভেল-কে বিবেচনার রাখার গুরুত্ব আরোপ করেন। অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ডাইন্যামিক অ্যাকুইফার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলন রোধ করার জন্য মত প্রকাশ করেন। অধিকন্তু তিনি, প্রতিটি গভীর নলকূপের কমান্ড এরিয়া বের করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে গভীর নলকূপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ অন-পয়েন্ট সোর্স/উৎস থেকে পানি সংগ্রহের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনাচন্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সমগ্র দেশে ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক বিদ্যমান এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা উপজেলা জনস্বাস্থ্য কার্যালয় ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) হতে সংগ্রহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.২	গভীর নলকূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিপিএইচই এর বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা পূর্বক গভীর নলকূপ স্থাপনের একটি কমান্ড এড়িয়া নির্ধারণ করতে হবে। অধিকন্তু, এ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধানসমূহ বিবেচনার রেখে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনাপত্তি পত্র গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন/প্রয়োগ কর্মশালা আয়োজন, সারাদেশে পানি সম্পদের প্রাপ্যতা নিরূপণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র প্রদান অনলাইনে সম্পাদন, জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় প্রসিকিউশন এবং জরিমানা সংক্রান্ত বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিচালক, ওয়ারপো সমগ্র দেশের ছয়টি জেলায় কর্মশালা আয়োজনের কথা সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সমগ্র দেশের অন্যান্য জেলা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মশালাগুলো দ্রুত আয়োজনের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সারাদেশে পানি সম্পদের প্রাপ্যতা নিরূপণের বিষয়ে সভায় জানান যে, বর্তমানে ০৩টি জেলায় পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত প্রকল্প ওয়ারপো-তে চলমান রয়েছে, ০৭টি জেলার কার্যক্রম বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫৪ জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি আরোও বলেন যে, ৫৪ জেলার প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে পানি সম্পদ খাতে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা (বিএডিসি, বিএমডিএ) এর এ সম্পর্কিত যে তথ্য-উপাত্ত আছে তা বিবেচনায় নেয়া হবে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে সমগ্র দেশের অ্যাকুইফারের বতর্মান অবস্থা জানা সহজতর হবে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক শিল্পাঞ্চল স্থাপন এবং গভীর নলকূপ স্থাপনের বিষয়ে অনাপত্তি পত্র বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা সহজ হবে। এ পর্যায়ে সদস্য (সচিব) (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন অ্যাকুইফার জোন ভিত্তিক পানি সম্পদ নিরূপণের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অধিকন্তু তিনি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ম্যাপিং এবং জোনিং প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে উক্ত প্রকল্পটি সম্পন্ন করার মত প্রকাশ করেন।

সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানির প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও বন্টণের বিষয়ে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এ উল্লেখিত তিনটি কমিটি যথা: জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকর ভূমিকার বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ অবহিতকরণ সংক্রান্ত অবশিষ্ট জেলা, বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মশালাসমূহ দ্রুত আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মশালাসমূহ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাহিদা মোতাবেক প্রদান করা হবে।	(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (২) মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২	অ্যাকুইফার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএইচই) থেকে ডাটা সংগ্রহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৪.৩	পরিবেশ অধিদপ্তর ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) একত্রে বসে পানি সম্পদ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্রের দ্বৈততা পরিহার পূর্বক নিজ নিজ ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৪.৪	উপজেলা সেচ কমিটি ও উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা নিরসনের জন্য বিএডিসি ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) একত্রে বসে বিষয়টির সমাধান করবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৪.৫	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ ও জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০ এর বিষয়সমূহ স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর প্রশিক্ষণ মডিউলে অর্ন্তভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো ও মহাপরিচালক, এনআইএলজি

আলোচ্যসূচী: ৫ শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি (Industrial Water Use Policy) ২০২০ এর ইংরেজি ভার্সন অনুমোদন করার পর বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন যে, ইটিপি (Effluent Treatment Plant: ETP) এর কার্যকর ব্যবহারের অভাবে শিল্পবর্জ্যের প্রভাবে নদীসমূহ দূষিত হচ্ছে। তিনি ইটিপি (ETP) বাস্তবায়ন ব্যতিত শিল্পখাতে বর্জ্য নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রে রেগুলেটরী ইন্সপেকশন ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেক্টর ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোড়দার করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, জেলা আইডব্লিউআরএম কমিটির মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি (Industrial Water Use Policy) ২০২০ চুড়ান্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫.২	জেলা আইডব্লিউআরএম এবং পরিবেশ অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যৌথভাবে শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতিমালা ২০২০ এর খসড়ার আলোকে পানি দূষণ প্রতিরোধে তদারকিপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়ারপো ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করবে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়ারপো ও পরিবেশ অধিদপ্তর

আলোচ্যসূচী: ৬ পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ শীর্ষক সমীক্ষা কার্যক্রম অবহিতকরণ

বাংলাদেশে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে "নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" প্রকল্প সম্পর্কে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এবং বিশ্ব ব্যাংকের WRG 2030 দলের চলমান কাজের সাথে সমন্বয় করে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ করতে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এবং বিশ্ব ব্যাংকের WRG 2030 দলের চলমান কাজের সাথে সমন্বয় করে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৭ ওয়ারপোর গবেষণা কার্যক্রম

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-এর মহাপরিচালক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পানি সম্পদ কৌশল (ডব্লিউআরই) বিভাগ, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (আইডব্লিউএফএম) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (IDM), কুয়েট এর সাথে চলমান গবেষণা প্রকল্পের সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া, 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "ক্লাইমেট স্মার্ট ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল রিসোর্সেস ডাটাবেস" (সিএসআইসিআরডি) প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়েও সভাকে জানান। এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লেখিত গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, পানি দূষণ বর্তমানে এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে যে, বুড়িগঙ্গা নদী হতে গোমতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন যে, বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি পুরানো ঢাকা জনপদের নির্ভরশীলতা বহুল অংশে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর নির্ভর করে বলেও মত প্রকাশ করেন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের দূষণরোধ, দখলমুক্ত ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ০৬ জন মাননীয় মন্ত্রী ও ১০ জন সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত মাস্টার প্ল্যানের কথা উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.১	চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবহিত করতে হবে। সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ পানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৮ ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.১	ওয়ারপো'র সদর দপ্তরে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৮.২	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভাগীয় জেলা সদরের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম এবং ওয়ারপো'র শূণ্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৮.৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা কার্যালয় চত্বরে একই সীমানা প্রাচীরের ভিতরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত খালি জায়গায় ওয়ারপো'র অফিস ভবন নির্মাণের জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৯ বিবিধ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইনের ৮ ধারা মোতাবেক বর্তমানে মহাপরিচালক প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং বিগত পরিচালনা বোর্ডের ষষ্ঠ সভায় (২৮/০৬/২০০৬) মহাপরিচালককে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তিনি উল্লেখ করে যে, ১৯৯২ সালের পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইনের ৭ ধারা মোতাবেক সংস্থা'র সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষমতা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। তিনি বোর্ড কর্তৃক মহাপরিচালককে ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, আইনের ১৮ ধারা মতে, বোর্ড মহাপরিচালককে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন। সভায় সকল সদস্য মহাপরিচালক, ওয়ারপো-কে সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি ডেলিগেশন করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। অত:পর মহাপরিচালক, ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা প্রদানের জন্য ওয়ারপো'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদেন পেনশন প্রবর্তনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সভার সভাপতিসহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ ওয়ারপো'র উপর ন্যস্ত কর্মকান্ডের গুরুত্ব বিবেচনায় পেনশন প্রবর্তনের যথার্থতা উপলব্ধি করেন এবং এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একমত প্রকাশ করেন। মহাপরিচালক বিগত ১৫ তম সভার পর অধ্যাবধি (১৫/১২/২০২০ তারিখ) পর্যন্ত 'পরিশিষ্ট-খ' তে বর্ণিত ওয়ারপো'র উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলী সকল সদস্যগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.১	মহাপরিচালক, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ডের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইনের ৭ ধারা বলে সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং তা ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৯.২	সংস্থা'র নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা হিসাবে পেনশন প্রবর্তনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৯.৩	'পরিশিষ্ট-খ' তে বর্ণিত ওয়ারপো'র বিগত ১৫ তম সভার পর অধ্যাবধি (১৫/১২/২০২০ তারিখ) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ কার্যক্রসমূহ অব্যাহত থাকবে মর্মে মত প্রকাশ করেন।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
ও
সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভা

সভাপতি : জনাব জাহিদ ফারুক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ২০-১২-২০২০ খ্রিঃ

সময় : সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

স্থান : ওয়ারপো'র সভা কক্ষ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	কবির বিন আনোয়ার	পানি সম্পদ		
২.	মো: আসাদুল ইসলাম সিনিয়র সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ	01817109119	
৩.	মো: মেসবাহুল ইসলাম সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01707774051	
৪.	মুহম্মদ ইব্রাহিম অতিরিক্ত সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ	01756550220	
৫.	মো: মনিরুজ্জামান অতি: সচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	01712245986	
৬.	মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব	নৌপম	[illegible]	
৭.	মো: আবদুল্লাহ আল [illegible] অতি: সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	[illegible]	20/12/2020
৮.	মো: [illegible] সদস্য	পরিকল্পনা কমিশন	[illegible]	
৯.	মোঃ [illegible] মহাপরিচালক	WARPO	01748291105	
১০.				
১১.				